জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-৮, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০১৮

শীতল আশ্রম : শৈলকুপা উপজেলার একটি জমিদারবাড়ি

মো. কামরুজ্জামান*

Abstract

'Shital Asram' is a notable Zamindar House that is situated at the Shailkupa upazila under the district of Jhenaidah of Bangladesh. Architectural monuments are also considered to be the living history. It reflects socio-economic condition and cultural value of a nation.This paper presents an analytical study of this particular Zamindar House 'Shital Asram' with a view to draw the attention of the onlookers and the researchers as well. It may come to use in the reconstruction of local history.

ভূমিকা

বাংলার স্থাপত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ধারায় বৃটিশ শাসনামলে বাংলায় নির্মিত জমিদারবাড়িসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীন নবাবি শাসনের সমাপ্তি ঘটে, শুরু হয় ইংরেজ শাসন।[১] পলাশি যুদ্ধের ৩৬ বছর পর বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। ডিরেক্টর সভার অনুমোদনক্রমে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] এসময় অনেক বড় জমিদারি সরকারকে যথাসময়ে খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় তাদের জমিদারি হারায়।[৩] সেসময় ছোট ছোট জমিদারির সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জমিদারি প্রথা বিলোপের মাধ্যমে বাংলায় জমিদারি ব্যবস্থার অবসান ঘটে। জমিদারগণ নিজেদের বসবাসের জন্য প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ করতেন। এ জমিদারবাড়িগুলো বাংলার জমিদারদের আভিজাত্য, বিলাসবহুল জীবন-যাপন ও চাকচিক্য, সমৃদ্ধি প্রভাব-প্রতিপত্তিরই পরিচায়ক। ১৯৪৭ এর ভারত ভাগ এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জমিদারি প্রথার বিলোপের পর বাংলার অনেক জমিদারবাড়ি পরিত্যাক্ত হয়ে পড়ে। অধিকাংশ জমিদারবাড়িই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, কিছুকিছু জমিদারবাড়ি এখনো টিকে আছে। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলায় তেমন একটি জমিদারবাড়ি হলো 'শীতল আশ্রম'। গঠনশৈলী ও জাঁকজমকতার দিক দিয়ে জমিদারবাড়িটি সমগ্র ঝিনাইদহ জেলার বিদ্যমান জমিদারবাড়িগুলোর মধ্যে অদ্বিতীয় বলা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে 'শীতল আশ্রম' জমিদারবাড়ির একটি বর্ণনামূলক আলোচনা এবং এর আর্থ-সামাজিক ও স্থাপত্যিক গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মের পর্যালোচনা

ঝিনাইদহ জেলার উপর ইতোপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন রচিত হলেও সেগুলোতে 'শীতল আশ্রম' এর বর্ণনা স্থান পায়নি। ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে *ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ* গ্রন্থ প্রকাশ করলেও সেখানে শীতল আশ্রমের বর্ণনা নেই। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত *Greater Jessore: Archaeological Report* নামক গ্রন্থেও এর বর্ণনা নেই।

---

*পিএইচডি গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

*বাংলাপিডিয়া*তেও ঝিনাইদহের কোনো জমিদারবাড়ি সম্পর্কে উল্লেখ নেই। শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র রচিত *যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস* গ্রন্থে এ অঞ্চলের নীলকুঠি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেও শীতল আশ্রমের উল্লেখ নেই। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া রচিত *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ* গ্রন্থে কেবল ঝিনাইদহের বৃটিশ-পূর্ব স্থাপত্যের আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো গবেষণা-প্রবন্ধেও ঝিনাইদহের অন্যান্য উপজেলার প্রত্ননিদর্শনসমূহের বর্ণনা পাওয়া যায়। 'মহেশপুরের প্রাচীন মন্দির: ক্ষেত্র-পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা' *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০১১); 'কোটচাঁদপুরের ধর্মীয় পুরাকীর্তি: ক্ষেত্রানুসন্ধান ও পর্যালোচনা'*উন্নয়ন ফোরাম গবেষণা পত্রিকা*, ভলিউম-১, নং-১, (ঢাকা: ডেভেলপমেন্ট ফোরাম বাংলাদেশ, ২০১১); 'হরিণাকুণ্ড উপজেলার প্রত্ন-স্থাপত্যিক নিদর্শন: একটি মাঠ গবেষণা'*উন্নয়ন ফোরাম গবেষণা পত্রিকা*, ভলিউম-২, নং-২, (ঢাকা: ডেভেলপমেন্ট ফোরাম বাংলাদেশ ২০১২) প্রভৃতি প্রবন্ধে ঝিনাইদহ জেলার তিনটি উপজেলার স্থাপত্য সম্পর্কে জানা যায়। 'বাংলাদেশের দুটি অপ্রকাশিত মসজিদ'*ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০৯) গবেষণা-পত্রিকায় ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার কেবল ১টি মুঘল মসজিদের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *Journal of History and Culture* গবেষণা-পত্রিকায় 'বারবাজার অঞ্চলের কয়েকটি অমুসলিম নিদর্শন: একটি প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যালোচনা' প্রবন্ধে কেবল তিনটি মন্দিরের আলোচনা করা হয়েছে।

জমিদারবাড়িগুলো বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশেষকরে, বৃটিশ-বাংলার আর্থ-সমাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে জমিদারবাড়িগুলো ভূমিকা অনস্বীকার্য।'শীতল আশ্রম' ঝিনাইদহের অন্যতম জমিদারবাড়ি। এটা এখনো বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে, সংস্কারের অভাবে এর বিভিন্ন অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এমনকি এর পাশেই আধুনিককালে ইমারত নির্মাণ করে স্থাপত্যিক সৌন্দর্য কিছুটা হলেও খর্ব করা হয়েছে। এ ধারা চলতে থাকলে জমিদারবাড়িটি অদূর ভবিষ্যতে ভেঙে ফেলার আশঙ্কাও রয়েছে। এর ফলে এ অঞ্চলে নির্মিত বাংলার ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের অন্যতম এ নিদর্শনটি হারিয়ে যেতে পারে। সঙ্গত কারণেই এ জমিদারবাড়ির ইতিহাস ও স্থাপত্যিক বর্ণনা সংরক্ষণের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কাজেই, প্রত্ন-স্থাপত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় শীতল আশ্রম গবেষণার দাবি রাখে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির সঠিক স্থাপত্যিক বর্ণনা সংরক্ষণ, এর আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় ও জাতীয় ইতিহাসে অধিকতর তথ্য সংযোজনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে গবেষণার ক্ষেত্রে মাঠ-জরিপ পদ্ধতি (Field Survey Methodology) এবং ঐতিহাসিক তথ্য-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া গৌণ উৎস

(Secondary Source) হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। মাঠ-জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে লিখিত ইতিহাসের তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি সম্পদিত হয়েছে। জমিদারবাড়ির তথ্য সংগ্রহে এখানে বসবাসরত জমিদারের উত্তরসূরীদের সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জমিদারবাড়ি নির্মাতা সম্পর্কে জানা গেলেও এ জমিদারি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। সঠিক তথ্যের অভাবে এ জমিদারির বংশতালিকাও সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। জমিদারবাড়িটি এখনো বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতিটি কক্ষের সঠিক মাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

অবস্থান

শীতল আশ্রম ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শৈলকুপা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। উপজেলা-সদরের চৌরাস্তা মোড় হতে পৌরসভা রোড ধরে পশ্চিম দিকেপ্রায় ১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলেশৈলকুপা শাহী মসজিদ চোখে পড়ে। এই শাহী মসজিদ হতে সামান্য পশ্চিমে শৈলকুপা-শেখপাড়া সড়কের দক্ষিণ দিকে জমিদারবাড়িটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে জমিদারবাড়িটি 'রামবাবুর বাড়ি' বলে পরিচিত।

নির্মাতা ও নির্মাণ তারিখ

বৃটিশ শাসনামলে বাংলায় এবং ভারতবর্ষে জমিদারিপ্রথার বেশ প্রভাব ছিল। বৃহৎ জমিদারির পাশাপাশি বাংলায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জমিদারিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র জমিদারির বেশিরভাগই গড়ে উঠেছিল ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, ফরিদপুর, রংপুর ও যশোর অঞ্চলে।[৪] ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার রামচন্দ্র সাহা গং জমিদারি ছিল তেমন একটি জমিদার পরিবার। এ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সাহা (মৃত্যু: আনু. ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) শীতল আশ্রম জমিদারবাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারাপেটে উৎকীর্ণ তথ্য অনুসারে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তা সমাপ্ত হয়। নির্মাণ-তারিখ হিসেবে প্যারাপেটে ইংরেজি সনের পাশাপাশি ১৩২১-১৩২৪ বঙ্গাব্দ লেখা আছে। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সাহা জমিদার বাড়িটি নির্মাণ করলেও তিনি তাঁর পিতা শ্রী শীতল চন্দ্র সাহার নামে এর নামকরণ করেন 'শীতল আশ্রম'।

ভূমি-নকশা ও গঠন

শীতল আশ্রম কয়েকটি ইমারত নিয়ে গড়ে উঠেছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রতিটি অংশের বর্ণনা পৃথকভাবে প্রদান করা হলো।

বেষ্টনীপ্রাচীর ও তোরণ

জমিদারবাড়িটিতে একটি বেষ্টনী-প্রাচীর রয়েছে। তবে, এর অধিকাংশই ভেঙ্গে পড়েছে। জমিদারবাড়ির বেষ্টনী-প্রাচীরের পূর্বাংশের মধ্যখানে একটি জাঁকজমকপূর্ণ তোরণ রয়েছে

(আলোকচিত্র ১)। একটি ফ্রেমের মধ্যে নির্মিত তোরণটি ৩০ ফুট দীর্ঘ। এর উভয়প্রান্তে ২ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট কৌণিক স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। তোরণটি ১০ ফুট প্রশস্ত এবং এর খিলান কিছুটা অশ্বখুরাকৃতিতে নির্মিত। এতবড় খিলান ঝিনাইদহের অন্যান্য জমিদারবাড়িতে দেখা যায় না। পাশের গোলায়িত জোড়া স্তম্ভের উপর খিলানটি নির্মিত। খিলানটি দ্বিবলয় আকৃতিতে নির্মিত হলেও ৬টি স্তরে ভুসোয়া (voussoir) পদ্ধতিতে ইট স্থাপন করে এই তোরণটির একঘেয়েমিতা দুর করার চেষ্টা করা হয়েছে। তোরণদ্বারের উভয়প্রান্তে একটি করে কৌণিক স্তম্ভ এবং ত্রিভূজাকার পেডিমেন্টের উভয়পাশে দুটি বর্গাকার অলটিটিউড বুরুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণের স্তম্ভটি ধ্বংস হয়ে গেছে। ভূমি হতে পেডিমেন্টের শীর্ষ পর্যন্ত তোরণটির উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট।

আলোকচিত্র ১: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির তোরণের সামনের ও পিছনের অংশ

মন্দির

তোরণ সংলগ্ন ভিতরের দিকে দক্ষিণ পাশে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে (আলোকচিত্র ২)। সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরটি কাঠের কড়িবর্গার উপর পোড়ানো টালির ছাদ দ্বারা আবৃত থাকলেও বর্তমানে টিনের ছাউনি রয়েছে। বাইরের দিক হতে মন্দিরটি প্রস্থ ২২.৯ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২৬.৫ ফুট। ভিতরের দিকে প্রস্থ ২০.৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২২.৪ ফুট। মন্দিরের সামনে রয়েছে তিনধাপবিশিষ্ট সিঁড়ি। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের সামনে রয়েছে ত্রিখিলানবিশিষ্ট উন্মুক্ত প্রবেশপথ। খিলানসমূহ ৪টি গোলায়িত স্তম্ভ হতে উত্থিত এবং ত্রিখাঁজ আকৃতিতে ভুঁসোয়া (voussoir) পদ্ধতিতে নির্মিত। মন্দিরের সামনেই রয়েছে একটি নাটমন্দির। পুজোর সময় নাটমন্দিরে গান-বাজনার আয়োজন করা হতো।

আলোকচিত্র ২: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির মন্দির

বেষ্টনী-প্রাচীর সংলগ্ন অন্যান্য ইমারত

তোরণ-সংলগ্ন বেষ্টনী-প্রাচীরের অভ্যন্তরে ডানদিকে চারটি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত একটি ইমারত রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ইমারতটির পশ্চিমাংশ দ্বিতলবিশিষ্ট হলেও বর্তমানে উপরের তলা ধ্বংস হয়ে গেছে। দক্ষিণ দিকের একটি খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ দ্বারা প্রথমে একটি বারান্দায় প্রবেশ করতে হয়। এ প্রবেশপথ ইমারতকে পূর্ব ও পশ্চিমে সমান দু'টি অংশে ভাগ করেছে। এ বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে একটি করে কক্ষ এবং এ কক্ষের সংলগ্ন দুটিসহ মোট চারটি কক্ষ রয়েছে। এ ইমারতের উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকেই বারান্দা রয়েছে এবং এ উভয় বারান্দা হতেই কক্ষসমূহে প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণদিকের প্রধান প্রবেশপথ বরাবর একটি সিঁড়িঘর রয়েছে। তোরণ-সংলগ্ন ইমারতের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে এবং নাটমন্দিরের সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি করে মোট ২টি কাচারিঘর ছিল। এছাড়া জমিদারবাড়ির লোকজনের চলাচলের জন্য ঘোড়া এবং হাতি ছিল বলে জানা যায়। নাটমন্দিরের দক্ষিণদিকে কিছু দূরে দক্ষিণপ্রাচীর ঘেঁষে একটি ঘোড়াশালা এবং হাতিশালা ছিল। বর্তমানে এগুলোর অস্তিত্ব নেই।

মূল ভবন

শীতল আশ্রমের মূলভবনটি জমিদারবাড়ি যে বেষ্টনী-প্রাচীর রয়েছে তার প্রায় মধ্যখানে অবস্থিত (আলোকচিত্র ৩)।

আলোকচিত্র ৩: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির মূল ভবনের সামনের অংশ

দ্বিতলবিশিষ্ট পূর্বমুখী বিশাল মূল ভবনের পূর্ব ফাসাদে একটি সুদৃশ্য উন্মুক্ত বারান্দা রয়েছে। ১.৩ ফুট প্রশস্ত ৬ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় পৌঁছানো যায়। বারান্দাটি ৫৫.৩ ফুট দীর্ঘ এবং ১০ ফুট প্রশস্ত। বারান্দার পূর্ব-প্রান্তে ৬টি সুদৃশ্য করিন্থীয় স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্তম্ভসমূহ বর্গাকার স্তম্ভপদের উপর নির্মিত। বারান্দাটি কড়ি-বর্গা ও পোড়ানো টালির সমন্বয়ে নির্মিত ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত।

আলোকচিত্র ৪: উপর থেকে শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির সাধারণদৃশ্য

বারান্দার পশ্চিম দিকে ভিতরে প্রবেশের জন্য একটি সিঁড়িঘর রয়েছে। সিঁড়িঘরের উভয়পাশে উত্তর দিকে ৪টি এবং দক্ষিণ দিকে সমআকৃতির ৪টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের পশ্চিম দিকে রয়েছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দায় ১৪টি গোলায়িত স্তম্ভ রয়েছে। বারান্দার দক্ষিণ দিকে কাঠ-নির্মিত সিঁড়ি দ্বারা উপরতলায় ওঠা যায়।

দ্বিতীয় তলার নির্মাণ-কাঠামো

নিচতলার মতই উপরের তলার কক্ষের বিন্যাস করা হয়েছে। তবে, দ্বিতীয়তলার সামনের দিকে একটি প্রক্ষিপ্ত বারান্দা বা চন্দ্রাতপ (Pavilion) রয়েছে। দ্বিতীয়তলার দক্ষিণ দিকের কক্ষে টালির ছাদবিশিষ্ট একটি ঝুল-বারান্দা রয়েছে (আলোকচিত্র ৫)।

আলোকচিত্র ৫: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির দ্বিতীয় তলার ঝুল-বারান্দা

একসময় মূলভবনের সমস্ত বারান্দায় কাঠের ও লোহার রেলিং থাকলেও বর্তমানে সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। কড়িবর্গার উপর পোড়ানো টালি ও চুন-সুরকির সমন্বয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের কার্নিস সামান্য প্রক্ষিপ্ত এবং অলংকৃত ইটের ঠেকনার (Bracket) উপর নির্মিত। ছাদের প্রান্তে প্যারাপেট নির্মাণ করা হয়েছে (আলোকচিত্র ৪)। নীচতলা এবং উপরতলার সবগুলো প্রবেশপথে কাঠের দরজা রয়েছে।

অন্যান্য ইমারত

শীতল আশ্রমের মূলভবন সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি কক্ষ রয়েছে। প্রথমত একতলা বিশিষ্ট করে নির্মাণ করলেও এর উপর নতুন করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই কক্ষসমূহের সাথে সংযুক্ত পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চারটি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত

একটি ইমারত রয়েছে (আলোকচিত্র ৬)। এই কক্ষসমূহের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই সমআকৃতির বারান্দা রয়েছে। এর উপর কাঠের কড়ি-বর্গার উপর চুন-সুরকি ও পোড়ানো টালির ছাদ দ্বারা কক্ষসমূহ আচ্ছাদিত। কক্ষসমূহ রান্নাঘর ও এর আনুষাঙ্গিক কাজে ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছিল।

আলোকচিত্র ৬: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির রান্নাঘর

পাতকূয়া

এ জমিদারবাড়িতে দুটি পাতকুপ রয়েছে (আলোকচিত্র ৭)। দুটি কুপ-ই রান্নাঘরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। একটি উত্তর-পশ্চিম ও অন্যটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কুপটি আবার ইটের প্রাচীর দ্বারা পর্দা করা হলেও উত্তর-পশ্চিমেরটি করা হয়নি। সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিমের কুপটি বাড়ির মহিলাদের ব্যবহারের জন্য এবং অন্যটি পুরুষদের ব্যবহারের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম দিকের কুপটির চারপাশে প্রায় ৩ ফুট বৃত্তাকার জায়গা পাকা করা হয়েছে এবং একটি নালার সাহায্যে পশ্চিমদিকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হতে পারে এ কুপটির পানি গোসলের জন্য ও পরিবারের লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র ধোয়ামোছার কাজে ব্যবহার করা হতো। পশ্চিম দিকের প্রাচীরের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র প্রবেশপথ ছিল এবং এর সংলগ্ন কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছিল যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আলোকচিত্র ৭: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির পাতকূয়া

শৌচাগার

এ জমিদারবাড়িতে দুটি শৌচাগার রয়েছে (আলোকচিত ৮)। একটি উত্তর-পশ্চিম ও অন্যটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের শৌচাগারটিতে প্রথমে একটি সিগমেন্টল (segmental) খিলান আকৃতির দরজা দ্বারা ভিতরে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা বারান্দায় প্রবেশ করতে হয় এবং পরে এ বারান্দা হতেই মূল শৌচাগারের দুটি কক্ষে প্রবেশ করতে হয়। তবে উত্তর-পশ্চিম দিকের শৌচাগারের সামনে কোনো বারান্দা নেই। এ শৌচাগারের ডান দিকের কক্ষের সামনে একটি প্রাচীর দ্বারা পর্দা করা হয়েছে।

আলোকচিত্র ৮: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির শৌচাগার

অলংকরণ: শীতল আশ্রমে অত্যন্ত জাঁকজমকতার সাথে অলংকরণকাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পূর্বদিকের প্রবেশপথের খিলানের উপর নির্মিত ত্রিভূজাকার কাঠামো গ্রিক স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কৌণিক পেডিমেন্ট ও বিশাল আকৃতির খিলান আলংকরণে অবদান রেখেছে। মূল ভবনটিতে প্রায় সমস্ত অংশজুড়ে পলেস্তারার স্ট্যাকো নকশার অলংকরণ করা হয়েছে। সাধারণত প্রবেশপথের খিলান, স্তম্ভশীর্ষ, প্যারাপেট, জানালায় আলংকরণ করা হয়েছে। প্যারাপেটের উপরে কল্পিত ফুলেল নকশা ও লতাপাতার মেডাল আকৃতির অলংকরণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (আলোকচিত্র ৯)।

আলোকচিত্র ৯: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির প্যারাপেটের মেডাল নকশা

কার্নিসের নিচের অংশে পলেস্তারার আবর্তিত কল্পিত লতাপাতা, ও পরস্পর যুক্ত রম্বস আকৃতির জ্যামিতিক নকশার অলংকরণ করা হয়েছে। প্যারাপেটের উপর প্রতিটি স্তম্ভ বরাবর একটি করে শিরাল মেডেল আকৃতির নকশা স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপত্যিক এ অলংকরণ ও

করিন্থীয় স্তম্ভ (আলোকচিত্র ১০) এ প্রাসাদের সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। বারান্দার সামনের স্তম্ভপদে প্রথিত প্যানেল নকশার অলংকরণ করা হয়েছে। সিঁড়িঘরের উভয়পাশের কক্ষেও খিলান আকৃতির বদ্ধ-প্যানেল-নকশার অলংকরণ করা হয়েছে।

আলোকচিত্র ১০: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ির করিন্থীয় স্তম্ভশীর্ষ

অলংকরণের ক্ষেত্রে উপর-তলার স্তম্ভে শিরাল নকশা, আইয়োনিক স্তম্ভের নকশা ও কাঠের খড়খড়ির ব্যবহারও লক্ষ্যণীয় (আলোকচিত্র ১১)।

আলোকচিত্র ১১: শীতল আশ্রমের দ্বিতীয় তলার বারান্দার অলংকরণ

সাধারণ আলোচনা

'শীতল আশ্রম' ঝিনাইদহ জেলার অন্যতম জমিদারবাড়ি। বৃটিশ-বাংলায় একটি গ্রামকে কেন্দ্র করেও ক্ষুদ্র জমিদারি গঠিত হয়েছিল। পাশের বৃহৎ জমিদারির প্রভাবাধীনে থেকে এধরনের জমিদারগণ নিজেদের জমিদারি পরিচালনা করতেন।[৫] শৈলকুপার এ জমিদারিও তেমন একটি গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র জমিদারি ছিল। তবে এ জামিদারবাড়িটি জাঁকজমকতার দিক দিয়ে কোনো অংশে কম নয়। কলকাতায় বৃটিশ-ভারতের প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসময় থেকে কলকাতায় ইউরোপীয় আদলে কিছু প্রাসাদ গড়ে উঠতে থাকে। কলকাতার ধনীকশ্রেণিও নিজেদের মর্যাদার সাথে সঙ্গতি রেখে ঔপনিবেশিক আদলে দালান নির্মাণ করতে থাকে।[৬] শৈলকুপার এ জমিদারবাড়ি প্রমাণ করে যে বৃটিশ-বাংলায় কেবল কলকাতা ও এর আশেপাশে নয়, বরং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ঔপনিবেশিক রীতিতে ইমারত নির্মিত হয়েছিল। যশোর-ঝিনাইদহ অঞ্চলে নীলচাষের প্রাধান্য ছিল। নীলচাষের সাথে বৃটিশরা ওতোপ্রতভাবে জড়িত থাকায় তারাও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে বসবাস করেছে এবং বসবাসের নিমিত্তে ইউরোপীয়

রীতিতে নিজেদের বাসভবন নির্মাণ করেছে। ঝিনাইদহ অঞ্চলে এখনো এধরনের অনেক নীলকুঠি এবং নীলকরদের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে। নীলকরদের নির্মিত বাসভবনও শৈলকুপার এ জমিদারবাড়ি নির্মাণে প্রভাব রাখতে পারে। তাছাড়া, শৈলকুপার এ জমিদারগণ কলকাতায় ব্যবসা-বণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় তাদের যাতায়াতের ফলে সেখানকার প্রাসাদোপম বাড়িও যে তাদের এ জাঁকজমকপূর্ণ জমিদারবাড়ি নির্মাণে প্রভাব রেখেছিল সেকথা বলা যায়।

ভূমি-পরিকল্পনা ও গঠনশৈলী বিবেচনায় ঝিনাইদহের অন্যান্য জমিদারবাড়ি থেকে এ জমিদারবাড়িটি তুলনামূলকভাবে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইমারত। ঝিনাইদহ সদরে অবস্থিত সলিমুল্যাহ চৌধুরী বা সেলিম মিয়ার বাড়ি, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার সুন্দরপুর জমিদারবাড়ি কিংবা কোটচাঁদপুর উপজেলার জমিদারদের বাড়ি, হরিণাকুণ্ড উপজেলার ভবানীপুর জমিদারবাড়ি থেকে ভিন্নতর। এসমস্ত জমিদারবাড়িতে শীতল আশ্রমের মত বিশালাকার প্রবেশতোরণ কিংবা সামনের অংশে প্যারাপেটে কারুকার্যখচিত মেডাল আকৃতির নকশাও করা হয়নি। অন্যান্য জমিদারবাড়িতে শীতল আশ্রমের মত দ্বিতীয় তলায় চন্দ্রাতপ নির্মাণ করা হয়নি। জমিদারবাড়িতে পাশাপাশি দুটি পাতকূয়া এবং দুটি শৌচাগার নির্মাণও শীতল আশ্রমের ব্যতিক্রমি পরিচয় প্রদান করে।

এ জমিদারবাড়ির নামে 'আশ্রম' শব্দ থাকলেও আশ্রম বলতে যা বুঝায় এটা ঠিক তা নয়। 'আশ্রম' শব্দটির সাথে শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক থাকলেও এখানে তেমনকিছু নেই; বরং এটা সম্পূর্ণভাবে লোকায়ত স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং বসবাসের জন্য নির্মিত।[৭] এ জমিদারবাড়ির মাধ্যমে এ অঞ্চলে খ্রিস্টিয় বিশ শতকের একটি হিন্দু জমিদারবাড়ির ভূমি-পরিকল্পনা ও গঠনশৈলী সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নির্মিত এ জমিদারবাড়ির নির্মাণশৈলীতে স্থানীয় প্রভাব নেই বললেই চলে। এখানকার করিন্থিয় স্তম্ভ, সম্মুখ ফাসাদের প্যারাপেটের উপর ফুলেল নকশা, দরজা ও জানালার নির্মাণ, খিলানসমূহ, অলঙ্করণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মেডাল নকশা সবই ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।[৮] এ থেকে ধারণা করা যায় যে বৃটিশ যুগে বাংলায় ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলী নির্মাণে পারঙ্গম একটি দক্ষ নির্মাণ-শ্রমিক ও প্রকৌশলি-শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা হতে প্রায় ২৪০ কিলোমিটার এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা হতে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ভারতে বৃটিশদের প্রাথমিক রাজধানী ছিল কলকাতা। সেখানে বৃটিশ স্থাপত্যের আদলে নির্মিত অনেক প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল। বৃটিশ শাসনের প্রথমদিকে ঢাকা তাদের খুব বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। তবে, ঢাকাতেও সে সময় কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় রীতির ইমারত গড়ে উঠেছিল। বাংলায় বৃটিশ শাসন ও ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ স্থাপত্যরীতি যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে এ জমিদারবাড়িটি উপস্থাপন করা যায়। কারণ, এ জমিদারবাড়িটি বৃটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতা ওপরবর্তীকালের পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং বঙ্গপ্রদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে অনেক দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল।

গবেষণার গুরুত্ব ও ফলাফল

ঝিনাইদহ জেলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এ গবেষণা কর্মটির গুরুত্ব রয়েছে বলা যায়। এ গবেষণার মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এ উপাদানটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষিত হবে; এ প্রত্ন-নিদর্শনটির স্থাপত্যশৈলী এবং একইসাথে বাংলার স্থাপত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভবপর হবে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহাস-চর্চায় প্রাগ্রসর পাঠক ও গবেষক উৎসাহিত হবেন এবং এ ধারায় জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে গবেষণাকর্মটি সহায়ক হবে। প্রবন্ধটি জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নসহ মানব-জ্ঞান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। আঞ্চলিক স্থাপত্যের এ উন্মোচন দেশী-বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারলে পর্যটনশিল্পের বিকাশে অবদান রাখবে, যা আমাদের স্থানিক আয় ও জাতীয় উন্নয়ন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, শিল্পগুণে সমৃদ্ধ শীতল আশ্রম জমিদারবাড়িটি স্থাপত্যিক ও ঐতিহাসিক দিক বিবেচনায় এ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারত। জমিদারবাড়িটি সংরক্ষণ করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে আঞ্চলিক ইতিহাসের এ উপাদানটিধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

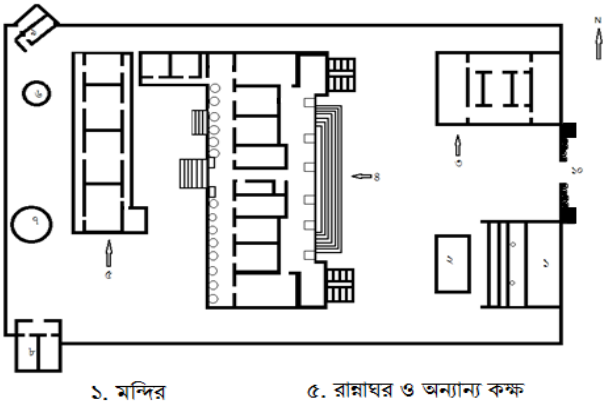

১. মন্দির
২. নাট-মন্দির
৩. তোরণসংলগ্ন কক্ষ
৪. মূল ভবন
৫. রান্নাঘর ও অন্যান্য কক্ষ
৬. ও ৭. কুপ
৮. ও ৯. শৌচাগার

ভূমি-নকশা: শীতল আশ্রম জমিদারবাড়ি
(স্কেল মতো নয়)

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ রেজাউল করিম, *যশোর জেলায় নীলচাষ নীলকর নীলচাষি সম্পর্ক*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ১

২. শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: লেখক সমবায় প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৪৬২

৩. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, ঢাকা: চয়নিকা, ২০০২, পৃ. ১৪৭

৪. Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure*, Calcutta: K.P. Bagchi & Company, 1988, p. 4

৫. Shirin Akhter, *The Role of The Zamindars in Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1982, p. 16

৬. কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, *রাজশাহী জমিদারদের প্রাসাদ-স্থাপত্য (১৭৯৩-১৯৫০)*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯, পৃ. ৮৬

৭. প্রাচীনকালে অবশ্য 'আশ্রম' শব্দের আরও ব্যাপক অর্থ ছিল। তখন 'আশ্রম' বলতে সংসার-ত্যাগীদের আবাসস্থল এবং সাধনা বা শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্রকেও বোঝাত। মুনি-ঋষিরা সেখানে সপরিবার বসবাস করতেন। আশ্রমগুলি তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দ্রষ্টব্য: [অঞ্জলিকা মুখোপাধ্যায়] http://bn.banglapedia.org/index.php?title=আশ্রম

৮. ঔপনিবেশিক ভারতে বৃটিশ শাসক, বণিক, নীলকর ও স্থানীয় রাজা, জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে যে নতুন নির্মাণরীতির আবির্ভাব ঘটে তাকে সাধারণত ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্য হিসেবে গণ্য করা হয়। একে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যও বলা হয়। দ্রষ্টব্য: কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, *রাজশাহী জমিদারদের প্রাসাদ-স্থাপত্য* (১৭৯৩-১৯৫০), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯, পৃ. ৮১-৯২